

## ১। আৰ্যপূৰ্ব জনগোষ্ঠীদেৰ মধ্যে সবচেয়ে প্ৰাচীন হলো-

- (ক) দ্ৰাবিড়
- (খ) নেগ্ৰিটো\*
- (গ) অস্ট্ৰিক
- (ঘ) ভোটচীনীয়

### বিদ্যাৰাডি ব্যাখ্যা:

- আৰ্যপূৰ্ব জনগোষ্ঠী মূলত চাৰ ভাগে বিভক্ত ছিল।
- যথা: নেগ্ৰিটো, অস্ট্ৰিক, দ্ৰাবিড় ও মঙ্গলীয় বা ভোটচীনীয়।
- এদের মধ্যে সবচেয়ে প্ৰাচীন ছিল **নেগ্ৰিটো**।
- এরা ভীল, মুণ্ডা, সাওতাল উপজাতিৰ পূৰ্বপুৰুষ।
- নেগ্ৰিটোদের উত্থাত কৰে বাংলা দখল কৰেন অস্ট্ৰিকৰা।
- বাংলাৰ জাতিৰ প্ৰধান অংশ গড়ে উঠেছিল অস্ট্ৰিক জাতি থেকে।
- এদের পরে বাংলায় আগমন ঘটে দ্ৰাবিড় জাতিৰ।
- ভোটচীনীয় জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ছিল চাকমা, গাৰো, কোচ, ত্ৰিপুরা প্ৰভৃতি আদিবাসী।

উৎস: বাংলা পিডিয়া।

## ২। সৰ্বপ্ৰথম সমগ্ৰ বাংলা দীৰ্ঘকালব্যাপী একক ৰাজ্যৰ অধীনে ছিল কোন শাসনামলে?

- (ক) পাল
- (খ) সেন\*
- (গ) মৌৰ্য
- (ঘ) গুপ্ত

### বিদ্যাৰাডি ব্যাখ্যা:

- সৰ্বপ্ৰথম সমগ্ৰ বাংলা দীৰ্ঘকালব্যাপী একক ৰাজ্যৰ অধীনে ছিল **সেন শাসনামলে**।
- পাল বংশের পতনের পর দীৰ্ঘস্থায়ী সেন বংশের সূচনা ঘটে।
- সেন বংশের প্ৰতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন এবং শ্ৰেষ্ঠ ৰাজা ছিলেন বিজয় সেন।
- সেন ৰাজবংশের শাসনামল ছিল ১০৬১ থেকে ১২০৪ খ্ৰিষ্টাব্দ পৰ্যন্ত।
- তাদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণাত্যের কৰ্ণাটে।
- সেন বংশের শেষ ৰাজা ছিলেন লক্ষণ সেন।
- তার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

### ৩। বিজয় সেনের রাজধানী ছিল-

- (ক) মহাস্থানগড়ে
- (খ) মিথিলায়
- (গ) বিক্রমপুরে\*
- (ঘ) লক্ষণাবতীতে

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিজয় সেনের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে।
- তার প্রথম রাজধানী ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে
- তাঁর আমলেই সেন বংশের শাসন শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- তিনি উত্তর ও পশ্চিম বাংলা থেকে পালদের বিতাড়িত করে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- তার শাসনামল ছিল ১০৯৮-১১৬০ সাল পর্যন্ত।
- তিনি সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।
- তিনি শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

### ৪। কার শাসনামলে পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

- (ক) দ্বিতীয় শাহ আলম\*
- (খ) আকবর
- (গ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
- (ঘ) আওরঙ্গজেব

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৬১ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের শাসনামলে।
- এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় আফগান সম্রাট আহমেদ শাহ আবদালী এবং মারাঠাদের মধ্যে।
- এর ফলে আফগানরা মুঘলদের হটিয়ে দিল্লি দখল করে নেয়।
- অপরদিকে পানি পথের ১ম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫২৬ সালে মুঘল সম্রাট বাবর এবং ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে।

- পানিপথের ২য় যুদ্ধ হয় ১৫৫৬ সালে আফগান নেতা হিমু এবং আকবরের সেনাপতি বৈরাম খা এর মধ্যে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

## ৫। দ্বৈত শাসনের প্রবক্তা কে ছিলেন?

- (ক) লর্ড কর্নওয়ালিস
- (খ) উইলিয়াম বেন্টিংক
- (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস
- (ঘ) রবার্ট ক্লাইভ\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দ্বৈত শাসনের প্রবক্তা ছিলেন **রবার্ট ক্লাইভ**।
- ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে উপমহাদেশের মূল শাসন ক্ষমতা চলে যায় রবার্ট ক্লাইভের হাতে।
- তিনি ১৭৬৫ সালে দ্বৈত শাসন নীতি নামে এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা চালু করেন।
- এই নীতি অনুসারে বিচার ও শাসন ক্ষমতা থাকে নবাবের হাতে এবং রাজস্ব ও দেশ রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোম্পানির উপর।
- এর ফলশ্রুতিতে ১৭৭০ সালে বাংলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।
- ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসনের অবসান করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

নবম-দশম শ্রেণি এবং বাংলাপিডিয়া।

## ৬। নীল কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন?

- (ক) বামফিল্ড ফুলার
- (খ) লর্ড মেয়ো
- (গ) ডব্লিউ এস সিটনকার\*
- (ঘ) লর্ড ওয়াভেল

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নীল কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন **ডব্লিউ এস সিটনকার**।
  - নীল বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮৫৯ সালে।
  - এই আন্দোলনের প্রথম প্রবাদ পুরুষ ছিলেন সর্দার বিশ্বনাথ।
  - এই বিদ্রোহ শুরু হয় বৃহত্তর যশোর এবং কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে।
  - এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠিত হয়।
  - এই কমিশন গঠনের ফলে নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন করা হয়।
  - ১৮৯২ সালে কৃষ্টিম নীল আবিষ্কারের ফলে উপমহাদেশে নীল চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।
  - অপরদিকে, বামফিল্ড ফুলার ছিলেন বঙ্গভঙ্গের সময় পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রদেশের গভর্নর।
  - লর্ড মেয়ো উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারী চালু করেন (১৮৭২ সালে)।
  - লর্ড ওয়াভেল তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন।
- উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

## ৭। বাংলার নারীরা প্রথমবারের মত কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে?

- (ক) স্বদেশী আন্দোলন\*
- (খ) সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন
- (গ) খিলাফত আন্দোলন
- (ঘ) অসহযোগ আন্দোলন

## বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলার নারীরা প্রথমবারের মত **স্বদেশী আন্দোলনে** অংশগ্রহণ করে।
- ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলে হয়।
- এই আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৫ সালে এবং শেষ হয় ১৯০৮ সালে।
- এই আন্দোলনের মূল কর্মসূচী ছিল ২ টিঃ বয়কট ও স্বদেশী।
- এর স্লোগান 'বন্দে মাতরম' গানটি রচনা করেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে বাঙ্গালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে রবীন্দ্রনাথ 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেন।
- আন্দোলনের সমর্থনে গঠিত ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান ছিলেন পুলিন বিহারী দাস।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

## ৮। বঙ্গভঙ্গের মূল পরিকল্পনাকারী বলা হয় কাকে?

- (ক) ব্যামফিন্ড ফুলার
- (খ) লর্ড হার্ডিঞ্জ
- (গ) লর্ড কার্জন
- (ঘ) এড্‌মুন্ড ফ্রেজার\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বঙ্গের মূল পরিকল্পনাকারী বলা হয় এড্‌মুন্ড ফ্রেজারকে।
- তিনি বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলা প্রদেশের গভর্নর হন।
- তার পরিকল্পনা অনুযায়ী লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে 'বিভেদ ও শাসন নীতির' উপর ভিত্তি করে বাংলাকে ২ ভাগে বিভক্ত করেন।
- একটি হলো পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রদেশ যার রাজধানী হয় ঢাকা এবং অপরটি হলো বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী হয় কলকাতা।
- পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রদেশের গভর্নর ছিলেন ব্যামফিন্ড ফুলার।
- বঙ্গভঙ্গকে প্রথম সমর্থন জানান নবাব সলিমুল্লাহ।
- বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

## ৯। অখণ্ড বাংলা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?

- (ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- (খ) এ কে ফজলুল হক
- (গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী\*
- (ঘ) খাজা নাজিমউদ্দিন

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অখণ্ড বাংলা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানকে ভাগ করা হয়।
- এর ফলে বাংলা বিভক্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের এবং পশ্চিম বাংলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- দেশভাগের পর পাকিস্তানের রাজধানী হয় করাচি।

- অপরদিকে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল।
- একে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন।
- খাজা নাজিমউদ্দিন ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী।

**তথ্যসূত্র:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক

**১০। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন কে?**

- (ক) খাজা নাজিমুদ্দিন\*
- (খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- (গ) নূরুল আমিন
- (ঘ) লিয়াকত আলী খান

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে এবং পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী **খাজা নাজিমুদ্দিন** ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'
- এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।
- অপরদিকে, ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন।
- নূরুল আমিন ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন।
- লিয়াকত আলী খান ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

**তথ্যসূত্র:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

**১১। 'অমর একুশে' ভাস্কর্যটির স্থপতি কে?**

- (ক) অখিল পাল
- (খ) মৃণাল হক
- (গ) আসমা জাহান
- (ঘ) জাহানারা পারভীন \*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ভাষা আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য নির্মিত হয়।

- 'অমর একুশে' ভাস্কর্যটির স্থপতি হলেন **জাহানারা পারভীন**।
- ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
জননী ও গর্বিত মর্গমালা	মৃণাল হক	পরিবাগ, ঢাকা
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্বর
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
বৈশ্বিক ভাষা বৃক্ষ	আসমা জাহান	এশিয়াটিক সোসাইটি

**উৎস:** বাংলাপিডিয়া।

**১২। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা কত ছিল?**

- (ক) ১২ জন
- (খ) ১৪ জন\*
- (গ) ১৫ জন
- (ঘ) ১৬ জন

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রথমে চার সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন।
- পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় **১৪ জন**।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মন্ত্রিসভার সবচেয়ে কনিষ্ঠ মন্ত্রী।
- এ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।
- জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, শিল্প ও শ্রম মন্ত্রী ছিলেন আব্দুস সালাম খান এবং কৃষি, বন ও পাটমন্ত্রী ছিলেন ইউসুফ আলী চৌধুরী।

**তথ্যসূত্র:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

**১৩। ছয় দফার কত নম্বর দফায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?**

- (ক) ২ নং
- (খ) ৩ নং

(গ) ৪ নং

(ঘ) ৫ নং\*

### বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- ছয় দফার ৫ নম্বর দফায় বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- ছয় দফার আলোচ্য দাবি গুলো হলো:
  - \* ১ম দফা: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়ে তুলতে হবে।
  - \* ২য় দফা: ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
  - \* ৩য় দফা: দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রা এবং দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে তবে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অর্থ পাচার না হতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।
  - \* ৪র্থ দফা: সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।
  - \* ৫ম দফা: বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
  - \* ৬ষ্ঠ দফা: নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রদেশগুলোতে সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

**উৎস:** বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

**১৪। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে বঙ্গবন্ধু নামকরণ করেন-**

(ক) পাকিস্তান ষড়যন্ত্র মামলা

(খ) রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য

(গ) ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা\*

(ঘ) পাকিস্তান বনাম পূর্ব বাংলা

### বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার।
- এর আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'।



- তবে বঙ্গবন্ধু এর নাম দিয়েছিলেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা'।
- মামলা দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয় ১৮ জানুয়ারী ১৯৬৮ এবং বিচারকার্য শুরু হয় ১৯ জুন।
- ১ নং আসামী ছিলেন বঙ্গবন্ধু, ২ নং আসামী ছিলেন কমান্ডার মোয়াজ্জেম, ১৭ নং আসামী ছিলেন শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক।
- অবশেষে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে।

**উৎস:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

### ১৫। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ফাস করেন কে?

- (ক) আমির হোসেন\*
- (খ) শওকত আলী
- (গ) মোয়াজ্জেম হোসেন
- (ঘ) আব্দুস সালাম

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ফাসকারী হলেন পাকিস্তান ইন্টার ইন্টেলিজেন্সের সদস্য **আমির হোসেন**।
- ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি দায়ের করা এই মামলার আসামি ছিলেন ৩৫ জন।
- কর্নেল শওকত আলী ছিলেন এ মামলার ২৬ নং আসামী।
- তিনি তার লেখা বই “সত্য মামলা আগরতলা” তে এর সত্যতা স্বীকার করে নেন।
- মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন এই মামলার ২ নং আসামী।
- আব্দুস সালাম এই মামলায় বিচারকার্যে বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী ছিলেন।
- এই মামলার ১ নং আসামী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

**উৎস:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

### ১৬। মৌলিক গণতন্ত্রে কয় স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল?

- (ক) ২ স্তর
- (খ) ৩ স্তর
- (গ) ৪ স্তর\*
- (ঘ) ৫ স্তর

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর তিনি মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ জারি করেন।
- মৌলিক গণতন্ত্রে ৪ স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়।
  ১. ইউনিয়ন কাউন্সিল (সদস্য ৭৬১৬ জন)
  ২. থানা কাউন্সিল (সদস্য ৬৩০ জন)
  ৩. জেলা কাউন্সিল (সদস্য ৭৮ জন)
  ৪. বিভাগীয় কাউন্সিল (সদস্য ১৬ জন)
- এই স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই কাউন্সিলের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন।
- ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণ যারা মৌলিক গণতন্ত্রী বলে পরিচিত ছিলেন তারা প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করতেন।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন (২য় পত্র) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, মোজাম্মেল হক।

### ১৭। মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ কত সালে প্রণয়ন করা হয়?

- (ক) ১৯৫৮
- (খ) ১৯৫৯\*
- (গ) ১৯৬১
- (ঘ) ১৯৬২

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান "মৌলিক গণতন্ত্র" নামে অদ্ভুত এক পদ্ধতি চালু করেন।
- প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র নামে নতুন এক গণতন্ত্রের উদ্ভাবন করে।
- এই মৌলিক গণতন্ত্রে ৪ স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল।
- এ অধ্যাদেশবলে পূর্ব পাকিস্তানে ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী (Basic Democrats) সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন।
- ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম এক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন।
- ১৯৬০ সালে ঐ ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর হ্যাঁ বা না ভোটে আইয়ুব খান পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণীত হলে মৌলিক গণতন্ত্র অকার্যকর হয়।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন (২য় পত্র) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, মোজাম্মেল হক।

### ১৮। স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন কে?

- (ক) আ.স.ম আব্দুর রব  
(খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী  
(গ) শাহজাহান সিরাজ\*  
(ঘ) নূরে আলম সিদ্দিকী

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ গণসমাবেশে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রামের পক্ষ থেকে থেকে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক **শাহজাহান সিরাজ**।
- এ ইশতেহারে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের কবল হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে 'কৃষক শ্রমিকরাজ' কায়েম করার শপথ গ্রহণ করা হয়।
- এ ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক' ঘোষণা করা হয়।
- এ সমাবেশের প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এদিনই তিনি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাক দেন।
- এদিনে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধি দেন ডাকসুর ভিপি আ.স.ম আব্দুর রব।

**তথ্যসূত্র:** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, হাসান হাফিজুর রহমান।

#### ১৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে কার স্বাক্ষর ছিল?

- (ক) শেখ মুজিবুর রহমান  
(খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী\*  
(গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম  
(ঘ) ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হলো প্রথম বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ঘোষণা প্রবাসী মুজিবনগর সরকার পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কার্যকর হয় এবং ১৯৭২ সালে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধান প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঘোষণা দেশের সংবিধান হিসেবে কার্যকর ছিল।
- এ ঘোষণাপত্রে অধ্যাপক **ইউসুফ আলীর** স্বাক্ষর ছিল।
- ঘোষণাপত্রটি জারি করেন তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

- এটি পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলি। তিনি মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের প্রধান ছিলেন।
- এটি রচনা করেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম।

**তথ্যসূত্র:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম তফসিল এবং বাংলাপিডিয়া।

## ২০। মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কে?

- (ক) আব্দুল মান্নান\*
- (খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- (গ) তৌফিক ই এলাহী চৌধুরী
- (ঘ) আবু ওসমান চৌধুরী

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুরের মুজিবনগরে (পূর্বনাম বৈদ্যনাথতলা) মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয়।
- মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তযুদ্ধ পরিচালনা করা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা।
- এই উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ভারতের আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়।
- মুজিবনগর সরকারের সদস্য ছিলেন ৬ জন।
- মুজিবনগর সরকারের সদস্যদের শপথ পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- শপথ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন **আব্দুল মান্নান**।
- এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন তৌফিক ই এলাহী চৌধুরী।
- এর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী।

**তথ্যসূত্র:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

## ২১। ক্রাক প্লাটুন নামক গেরিলা দল কত নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করত?

- (ক) ২নং\*
- (খ) ৩নং
- (গ) ৪নং
- (ঘ) ৫নং

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ক্র্যাক প্লাটুন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে ঢাকা শহরে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনাকারী একদল তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত দল।
- এই গেরিলা দলটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে "হিট এন্ড রান" পদ্ধতিতে অসংখ্য আক্রমণ পরিচালনা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার করেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দলটি ২নং সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ পরিচালনা করত।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর ২নং সেক্টরের অধীনে ছিলো।
- নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া - ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকার অংশবিশেষ নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়েছিলো।
- এই দলটি গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন ২ নং সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম এবং এটিএম হায়দার, বীর উত্তম।

তথ্যসূত্র: মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান।

**২২। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে?**

(ক) ১৯(১)

(খ) ১৯(২)

(গ) ১৯(৩) \*

(ঘ) ১০(৪)

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি **অনুচ্ছেদ ১৯(৩)** এ বর্ণিত হয়েছে।
- এ অনুচ্ছেদের অধীনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে জাতীয় সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।
- অপরদিকে, ১৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবে।
- ১৯(২) এর আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

**২৩। বাংলাদেশ সংবিধানের কোন ভাগে নির্বাচন সম্পর্কে বলা হয়েছে?**

(ক) ৫ম ভাগে

(খ) ৬ষ্ঠ ভাগে

(গ) ৭ম ভাগে\*

(ঘ) ৮ম ভাগে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের সংবিধানের মোট ১১টি অধ্যায় এবং ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।
- সংবিধানের ৭ম ভাগে নির্বাচন সম্পর্কে বলা হয়েছে।
- সংবিধানের এই অধ্যায়ে ৯ টি অনুচ্ছেদ (১১৮-১২৬) রয়েছে।
- এই অনুচ্ছেদ গুলোতে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা, ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা প্রভৃতি উল্লেখ রয়েছে।
- বাংলাদেশের সংবিধানের অধ্যায় গুলো হলো:
  - \* ১ম: প্রজাতন্ত্র
  - \* ২য়: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
  - \* ৩য়: মৌলিক অধিকার
  - \* ৪র্থ: নির্বাহী বিভাগ
  - \* ৫ম: আইনসভা
  - \* ৬ষ্ঠ: বিচার বিভাগ
  - \* ৭ম: নির্বাচন
  - \* ৮ম: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
  - \* ৯ম: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ
  - \* ৯ম(ক): জরুরী বিধানাবলি
  - \* ১০ম: সংবিধান সংশোধন
  - \* ১১ম: বিবিধ

**তথ্যসূত্র:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

**২৪। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে?**

(ক) ৪ অনুচ্ছেদ

(খ) ৪ক অনুচ্ছেদ\*

(গ) ৫ অনুচ্ছেদ

(ঘ) ৫ক অনুচ্ছেদ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- ৪ক অনুচ্ছেদটি ২০১১ সালের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়।

- ৪ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নোক্ত কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে:
  ১. রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
  ২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
  ৩. স্পিকারের কার্যালয়
  ৪. প্রধান বিচারপতির কার্যালয়
  ৫. সকল সরকারি ও আধা সরকারি অফিসে
  ৬. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে।
  ৭. সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান শাখা ও কার্যালয়
  ৮. সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
  ৯. বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহ।

**তথ্যসূত্র:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

**২৫। সংবিধানের কততম তফসিলের বর্তমানে কার্যকারিতা নেই?**

- (ক) চতুর্থ
- (খ) পঞ্চম
- (গ) দ্বিতীয় \*
- (ঘ) তৃতীয়

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের সংবিধানের ৭টি তফসিল রয়েছে।
- দ্বিতীয় তফসিলের বিষয়বস্তু হলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।
- সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন আইন, ১৯৭৫ এর ৩০ নং ধারাবলে মূল সংবিধানের এই **দ্বিতীয় তফসিলটি** বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় তফসিল এখন আর কার্যকর নেই।
- সংবিধানের সাতটি তফসিলের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

তফসিল	বিষয়
প্রথম	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
দ্বিতীয়	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন [বর্তমানে বিলুপ্ত]
তৃতীয়	সাংবিধানিক নয়টি পদের শপথ
চতুর্থ	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি
পঞ্চম	৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ষষ্ঠ	১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা
সপ্তম	মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

**তথ্যসূত্র:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

**২৬। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অবসরের বয়স কত?**

(ক) ৫৫ বছর

(খ) ৬০ বছর

(গ) ৬৫ বছর

(ঘ) ৬৭ বছর\*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের সর্বোচ্চ বয়স **৬৭ বছর**।
- ২০০৪ সালে সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনের মাধ্যমে বিচারকদের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছর করা হয়। তবে নিম্ন আদালতের বিচারকদের বয়সসীমা ৫৯ বছর।
- বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের বয়স সম্পর্কিত কিছু তথ্য নিম্নরূপঃ

পদমর্যাদা	সর্বনিম্ন বয়স	সর্বোচ্চ বয়স
রাষ্ট্রপতি	৩৫ বছর	নির্দিষ্ট নয়
প্রধানমন্ত্রী	২৫ বছর	নির্দিষ্ট নয়
সংসদ সদস্য	২৫ বছর	নির্দিষ্ট নয়
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	নির্দিষ্ট নয়	৬৫ বছর
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	নির্দিষ্ট নয়	৬৫ বছর
সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য	নির্দিষ্ট নয়	৬৫ বছর

**তথ্যসূত্র:** বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট

**২৭। বাংলাদেশের কোন জেলায় ব-দ্বীপ সমভূমি রয়েছে?**

(ক) যশোর\*

(খ) কক্সবাজার

(গ) দিনাজপুর



(ঘ) নোয়াখালী

**বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের **যশোর** জেলায় ব-দ্বীপ সমভূমি রয়েছে।
- এটি সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত।
- ব-দ্বীপ সমভূমির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অঞ্চল হলো ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ।
- সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:
  - \* পাদদেশীয় সমভূমি: রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল।
  - \* বন্যা প্লাবন সমভূমি: ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট।
  - \* ব-দ্বীপ সমভূমি: ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ।
  - \* উপকূলীয় সমভূমি: নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত।
  - \* স্রোতজ সমভূমি: খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত।

**উৎস:** ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**২৮। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?**

(ক) ১৮০ সে.মি.

(খ) ২০৩ সে.মি. \*

(গ) ২৩০ সে.মি.

(ঘ) ২৮০ সে.মি.

**বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত।
- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। শতকরা ৭০-৮০% বৃষ্টিপাত এসময় হয়।
- বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত **২০৩ সে.মি.।**
- বাংলাদেশের সিলেটের লালখালে সবথেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় নাটোরের লালপুরে।
- বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। এসময় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়ায় তাপমাত্রা বেশি থাকে।

**উৎস:** ভূগোল ও পরিবেশ, (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

**২৯। নিচের কোনটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা নয়?**

(ক) সোনাদিয়া দ্বীপ

(খ) সুন্দরবন

(গ) টাঙ্গুয়ার হাওড়

(ঘ) চলনবিল\*

**বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:**

- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলতে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে বোঝায়।
- বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়।
- এ পর্যন্ত মোট তেরটি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়। এগুলো হলো:
  ১. সেন্টমার্টিন দ্বীপ
  ২. কক্সবাজার ও টেকনাফ উপকূলবর্তী এলাকা
  ৩. সোনাদিয়া দ্বীপ
  ৪. হাকালুকি হাওড়
  ৫. টাঙ্গুয়ার হাওড়
  ৬. মারজাত বাঁওড়
  ৭. গুলশান বারিধারা লেক
  ৮. সুন্দরবন
  ৯. বুড়িগঙ্গা নদী
  ১০. তুরাগ নদী
  ১১. বালু নদী
  ১২. শীতলক্ষ্যা নদী
  ১৩. জাফলং-ডাউকি নদী
- অপরদিকে, চলনবিল প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা নয়।

**উৎস:** বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট।

**৩০। মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কোনটি?**

(ক) শীতকালে বৃষ্টিপাত

(খ) অত্যধিক তাপমাত্রা

(গ) স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া

(ঘ) আর্দ্র গ্রীষ্মকাল\*

**বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:**

- মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ।

- গ্রীষ্ম ও শীতে সমুদ্র ও ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ এবং শীতলতার তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মৌসুমি বায়ু প্রবাহের দিক ও পরিবর্তিত হয়।
- মৌসুমী ও অন্যান্য জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যে নিম্নরূপ:

মৌসুমী	নিরক্ষীয় জলবায়ু	ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু
* আর্দ্র গ্রীষ্মকাল ও শুষ্ক শীতকাল * শীতলতম মাস হলো জানুয়ারি এবং উষ্ণতম মাস জুলাই * বেশিরভাগ বৃষ্টিপাত হয় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে	* অত্যধিক তাপমাত্রা * বজ্র-বিদ্যুৎসহ সারাবছর পরিচলন বৃষ্টিপাত * স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া * অতিরিক্ত আর্দ্রতা	* শীতকালে বৃষ্টিপাত * মেঘমুক্ত নীল আকাশ থেকে * গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা অত্যধিক

**উৎস:** বাংলাপিডিয়া এবং বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

### ৩১। ভূমিজ উপজাতি কোথায় বসবাস করে?

- (ক) শেরপুর
- (খ) সিলেট\*
- (গ) রাঙ্গামাটি
- (ঘ) ময়মনসিংহ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভূমিজ উপজাতি সিলেটে বসবাস করে।
- সিলেটে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে খাসিয়া, মনিপুরী, ভূমিজ, কাছাড়ি, প্রভৃতি।
- অপরদিকে, বাংলাদেশের শেরপুর জেলায় কোচ, গারো, ডালু, হাজং প্রভৃতি উপজাতিদের বসবাস রয়েছে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উপজাতিদের বসবাস রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলায়।
- চাকমা, মারমা, খিয়াং, খুমি, তনচংগা, পাংখোয়া, বম প্রভৃতি উপজাতি রাঙ্গামাটি জেলায় বাস করে।
- গারো, ডালু, বর্মণ, বানাই, হাজং, হুদি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীদের বৃহৎ অংশ ময়মনসিংহে বাস করে।

**তথ্যসূত্র:** সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

### ৩২। সর্বশেষ কৃষি বর্ষগ্রন্থ অনুসারে পাট উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?

- (ক) ঠাকুরগাঁও

(খ) দিনাজপুর

(গ) নওগাঁ

(ঘ) ফরিদপুর\*

**বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:**

- কৃষি বর্ষগ্রন্থ ২০২২ অনুসারে পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের শীর্ষ জেলা হলো **ফরিদপুর**।
- পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল।
- শস্য উৎপাদনে অন্যান্য শীর্ষ জেলা হলো:

শস্যের নাম	শীর্ষ জেলা
ধান	ময়মনসিংহ
চা	মৌলভীবাজার
মাছ	ময়মনসিংহ
আলু	মুন্সীগঞ্জ
ভুট্টা ও লিচু	দিনাজপুর
তামাক	কুষ্টিয়া
রাবার	কক্সবাজার
পাট	ফরিদপুর

**তথ্যসূত্র:** কৃষি তথ্য সার্ভিস ওয়েবসাইট।

**৩৩। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাজ কোনটি?**

(ক) কৃষি উপকরণ সরবরাহ

(খ) বীজ ও সার সরবরাহ

(গ) সেচের সুযোগ সৃষ্টি

(ঘ) উপরের সবগুলো\*

**বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।
- এর প্রধান সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।
- এর প্রধান কাজ গুলো হলো:
  - \* কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা
  - \* বীজ ও সার সরবরাহ করা
  - \* সেচের সুযোগ সৃষ্টি করা

- BADC সর্বপরি কাজ হলো বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। এজন্য এটি নতুন ফসলের বীজ উৎপাদনের কাজ করে থাকে।

**তথ্যসূত্র:** BADC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।

### ৩৪। বাংলাদেশ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কোথায় অবস্থিত?

(ক) ফরিদপুর

(খ) রংপুর

(গ) ঢাকা

(ঘ) গাজীপুর\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারি সংস্থা যা বাংলাদেশে কৃষি বীজের সার্টিফিকেশন জন্য দায়বদ্ধ।
- এর সদরদপ্তর **গাজীপুরে** অবস্থিত।
- এটি বাজারে বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- এটি বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা ১৯৭৪ সালে বীজ সার্টিফিকেশন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের ৮ টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ৬৪ টি জেলায় ৬৪ টি অফিস রয়েছে।
- এটি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন দ্বারা উৎপাদিত বীজ প্রত্যয়ন সংস্থা।
- বাংলাদেশ কৃষিমন্ত্রণালয়ের অধীনে অন্যান্য কিছু সংস্থার কার্যালয় হলো:

সংস্থা	অবস্থান
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)	খামারবাড়ি, ঢাকা
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ সুগারক্রপ ইনস্টিটিউট (BSRI)	ঈশ্বরদী, পাবনা
(AIS)	খামারবাড়ি, ঢাকা
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	গাজীপুর
মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট	ফার্মগেট, ঢাকা

বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা ইনস্টিটিউট	নশিপুর, দিনাজপুর
------------------------------------	---------------------

তথ্যসূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

**৩৫। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কয়লা খনি কোনটি?**

- (ক) দীঘিপাড়া, দিনাজপুর  
(খ) বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর  
(গ) জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট\*  
(ঘ) খালাসপীর, রংপুর

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশে মোট ৫ টি কয়লা রয়েছে।
- বাংলাদেশের প্রথম কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৯ সালে জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে।
- এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কয়লা খনি।
- সর্বশেষ আবিষ্কৃত (১৯৯৭) কয়লা খনি হলো ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।
- বাংলাদেশের কয়লা খনি গুলো হলোঃ

খনির নাম ও অবস্থান	আবিষ্কারক ও আবিষ্কারের সন	মজুদ (মি.টন)
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	জিএসবি, ১৯৫৯	১০৫৪
খালাসপীর, রংপুর	জিএসবি, ১৯৮৯	৬৮৫
দীঘিপাড়া, দিনাজপুর	জিএসবি, ১৯৯৫	১৫০
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	জিএসবি, ১৯৮৫	৩৮৯
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	বি.এইচ.পি মিনারেলস, ১৯৯৭	৩৮৭

তথ্যসূত্র: খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর ওয়েবসাইট।

**৩৬। 'BSCIC' বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে?**

- (ক) শিল্প মন্ত্রণালয়\*  
(খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়  
(গ) অর্থ মন্ত্রণালয়  
(ঘ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation (BSCIC) বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন হলো শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি দপ্তর।
- বিসিক বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী থাকাকালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে তদানীন্তন গণপরিষদে বিল উত্থাপন করেন। ১৯৫৭ সালে সংসদীয় আইনের অধ্যাদেশ বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর বা সংস্থা হলো:

কর্পোরেশন	অধিদপ্তর
BCIC: Bangladesh Chemical Industries Corporation (বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প কর্পোরেশন)	BITAC: Bangladesh Industrial and Technology Assistance Center (বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র)
BSFIC: Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন)	DPDT: Department of patents, Designs and Trade marks (বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ স্বীকৃতিদানকারী প্রতিষ্ঠান)
BSEC: Bangladesh Steel & Engineering Corporation (ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন)	BMI: Bangladesh Institute of Management

Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)	NPO: National Productive Organization
---	---------------------------------------

**তথ্যসূত্র:** শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

**৩৭। বাংলাদেশ কত সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করবে?**

- (ক) ২০২৫
- (খ) ২০৩১\*
- (গ) ২০৪১
- (ঘ) ২০৫০

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করবে।
- বাংলাদেশ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ ২০২১-২০৪১।
- এর উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ, সুশাসন সুসংহত করা এবং আধুনিক বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা।
- এর প্রধান লক্ষ্য হলো:
  - \* ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন।
  - \* ২০৩১ সাল নাগাদ চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ।
  - \* ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন।
- দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো:
  - মাথাপিছু আয় হবে—১২,৫০০ মার্কিন ডলার
  - জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে—৯.৯%
  - দারিদ্র্যের হার হবে—৩ শতাংশের নিচে
  - চরম দারিদ্র্যের হার হবে—০.৬৮ শতাংশ
- বাংলাদেশ প্রথম প্রেক্ষিতের মেয়াদকাল ছিল ২০১০-২০২১।

**তথ্যসূত্র:** পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইট।

**৩৮। বাংলাদেশের সর্বশেষ ইপিজেড নির্মিত হয় কোথায়?**

- (ক) সাভার, ঢাকা
- (খ) পাকশি, পাবনা
- (গ) পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম\*
- (ঘ) মংলা, বাগেরহাট



### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Export Processing Zone (EPZ) বা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা হচ্ছে এমন একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল যেখানে পণ্য অবতরণ, বহন, উৎপাদন বা রপ্তানি করা যায়।
- বাংলাদেশের প্রথম রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত করণ অঞ্চল (EPZ) নির্মিত হয় ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রামের হালিশহরে।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ ইপিজেড নির্মিত হয় ২০০৬ সালে **চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়।**
- এটি আয়তনে সবচেয়ে ছোট ইপিজেড।
- বর্তমানে দেশের EPZ এর সংখ্যা মোট ১০টি (৮টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি)।
- আয়তনে সবচেয়ে বড় ইপিজেড হলো কোরিয়ান ইপিজেড। এটি চট্টগ্রামে অবস্থিত।
- দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক ইপিজেড হলো উত্তরা, নীলফামারী।

তথ্যসূত্র: BEPZA এর ওয়েবসাইট।

### ৩৯। বৈরাগীর ভিটা কোথায় অবস্থিত?

- (ক) মহাস্থানগড়ে\*
- (খ) পাহাড়পুরে
- (গ) দিনাজপুরে
- (ঘ) ময়নামতিতে

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বৈরাগীর ভিটা **মহাস্থানগড়ে** অবস্থিত।
- মহাস্থানগড়ের পূর্ব নাম পুণ্ড্রনগর।
- এটি বগুড়া জেলা থেকে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।
- এখানে মৌর্য এবং গুপ্ত রাজবংশের পুরাকীর্তি রয়েছে।
- এখানে অবস্থিত কিছু বিখ্যাত পুরাকীর্তি হলো: ভাসু বিহার, গোবিন্দ ভিটা, খোদার পাথর ভিটা।
- এছাড়াও এখানে পাওয়া গেছে সম্রাট অশোকের আমলের পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপি

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

### ৪০। ইউনেস্কো ঘোষিত বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

- (ক) সুন্দরবন  
(খ) ষাট গম্বুজ মসজিদ  
(গ) মহাস্থানগড়\*  
(ঘ) সোমপুর বিহার

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো এপর্যন্ত বাংলাদেশের ৩টি স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- এগুলো হলো নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, বাগেরহাটের মসজিদ শহর এবং সুন্দরবন।
- পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের আরেক নাম সোমপুর মহাবিহার। এটি ১৯৮৫ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। এটি নির্মাণ করেন ধর্মপাল।
- বাগেরহাটে রয়েছে মধ্যযুগের মসজিদ শহর খলিফতাবাদের বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় স্থাপত্য নিদর্শন হল ষাটগম্বুজ মসজিদ।
- ১৯৮৩ সালে এই শহরটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এর নির্মাতা খান জাহান আলী।
- সুন্দরবন বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য। ১৯৯৭ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি সুন্দরবনকে বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ঘোষণা করে।
- অপরদিকে, **মহাস্থানগড়** বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হলেও ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভুক্ত প্রত্নস্থল নয়।

তথ্যসূত্র: বাংলা পিডিয়া

#### ৪১। বিজয় '৭১' ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?

- (ক) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়  
(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়  
(গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়  
(ঘ) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়\*

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য 'বিজয় '৭১'।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে 'বিজয় '৭১'।

- ভাস্কর্যে একজন নারী, একজন কৃষক ও একজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার নজরকাড়া ভঙ্গিমা বার বার মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে নিয়ে যায় দর্শনার্থীদের।
- বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী শ্যামল চৌধুরী 'বিজয় '৭১' ভাস্কর্যটির নির্মাণ করেন।
- অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্যটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে অপরাধের বাংলা, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা।
- শাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া

## ৪২। বাংলাদেশ ন্যামের সদস্য হয় কত সালে?

- (ক) ১৯৭২
- (খ) ১৯৭৩\*
- (গ) ১৯৭৪
- (ঘ) ১৯৭৫

## বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ন্যামের চতুর্থ সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন বা ন্যামের সদস্য পদ গ্রহণ করে।
- এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর।
- এই সম্মেলনে কিউবার বিপ্লবীনেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই বিখ্যাত উক্তিটি করেন 'আমি হিমালয় দেখিনি। তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়ের সমান। এভাবে আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতাই লাভ করলাম।'
- বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার (কমনওয়েলথ) সদস্য লাভ করে ১৯৭২ সালে।
- এছাড়াও ১৯৭২ সালে WHO, IMF, WB, UNCTAD, ILO, FAO প্রভৃতি সংস্থার সদস্যলাভ করে।
- ১৯৭৩ সালে ADB, ESCAP প্রভৃতির সদস্য লাভ করে।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া

## ৪৩। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কত সালে?

- (ক) ২০১৭\*

(খ) ২০১৮

(গ) ২০১৯

(ঘ) ২০২০

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজ) হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ৩০ অক্টোবর, ২০১৭।
- এটি দলিল হিসেবে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা প্যারিসে সংস্থাটির সদর দপ্তরে জাতির জনকের ভাষণকে ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে সংরক্ষণের ঘোষণা দেন।
- ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণসহ মোট ৭৮টি দলিলকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড (এমওডব্লিউ) কর্মসূচির উপদেষ্টা কমিটি 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' যুক্ত করার সুপারিশ করে।
- উল্লেখ্য যে, ইউনেস্কো বাংলাদেশের পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ এবং সুন্দরবন এই তিনটি ঐতিহাসিক স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

### ৪৪। দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুত কেন্দ্রের নাম কী?

(ক) তিস্তা সোলার লিমিটেড\*

(খ) টেকনাফ সোলার এনার্জি লিমিটেড

(গ) এনারগন মোংলা সোলার পার্ক

(ঘ) সুতিয়াখালী সৌর বিদ্যুতকেন্দ্র

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ২ আগস্ট ২০২৩ দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুত কেন্দ্র 'তিস্তা সোলার লিমিটেড' এর উদ্বোধন করা হয়।
- এটি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত।
- এর আয়তন ৬৫০ একর।
- বিদ্যুতকেন্দ্রটি নির্মাণ করে বক্সিমকো পাওয়ার লিমিটেড।
- এ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত যোগ হবে জাতীয় গ্রিডে।

- উল্লেখ্য যে, দেশের প্রথম সরকারি সৌর বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপিত হয় রাঙ্গমাটির কান্টাইয়ে।

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড

**৪৫। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু হয় কবে থেকে?**

- (ক) ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি
- (খ) ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি
- (গ) ১৯৭২ সালের ৪ মার্চ\*
- (ঘ) ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল

**বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:**

- ১৯৭২ সালের ৪ মার্চ বিমান বাংলাদেশ, ব্রিটিশ কালোডোনিয়ানের থেকে পাওয়া একটি বোয়িং ৭০৭ চার্টার্ড প্লেন নিয়ে ঢাকা-লন্ডন রুটে প্রথম সাপ্তাহিক আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে।
- ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স গঠিত হয়।
- এদিন বাংলাদেশ বিমানবাহিনী থেকে একটি ডিসি-৩ বিমান নিয়ে জাতির বাহন হিসেবে বাংলাদেশ বিমান যাত্রা শুরু করে।
- বিমানের প্রধান কার্যালয়ের নাম বলাকা ভবন, যেটি ঢাকার উত্তরাঞ্চলে কুর্মিটোলায় অবস্থিত।
- এটি প্রধানত ঢাকায় অবস্থিত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- এছাড়াও চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকেও এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

তথ্যসূত্রঃ CAAB এর ওয়েবসাইট

**৪৬। বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু হয় কবে?**

- (ক) ১৯৯৭ সালে
- (খ) ১৯৯৮ সালে\*
- (গ) ১৯৯৯ সালে
- (ঘ) ২০০০ সালে

**বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:**

- কমিউনিটি ক্লিনিক হলো দেশের সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কাঠামো ব্যবস্থা।

- বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা চালু হয় ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশের সব মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অনন্য কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।
- বর্তমানে দেশে ১৪ হাজার ২০০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে।
- দেশের প্রথম কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয় গোপালগঞ্জ জেলার পাটগাতি ইউনিয়নের গিমাডাঙ্গায়।
- সম্প্রতি জাতিসংঘে কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক একটি রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

**৪৭। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কোন দলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রথম জয়লাভ করে?**

- (ক) জিম্বাবুয়ে
- (খ) ওয়েস্ট ইন্ডিজ
- (গ) স্কটল্যান্ড\*
- (ঘ) শ্রীলংকা

**বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপের সপ্তম আসরে।
- বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল নিউজিল্যান্ড।
- বাংলাদেশ বিশ্বকাপে প্রথম জয়লাভ করে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে।
- বিশ্বকাপে প্রথম অধিনায়ক ছিলেন আমিনুল ইসলাম।
- অপরদিকে, বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে ১৯৯৭ সালে এবং টেস্ট মর্যাদা লাভ করে ২০০০ সালে।

তথ্যসূত্র: আইসিসির ওয়েবসাইট।

**৪৮। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার চালু হয় কত সালে?**

- (ক) ১৯৯১
- (খ) ১৯৯২
- (গ) ১৯৯৩\*
- (ঘ) ১৯৯৪

**বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:**

- বৃক্ষরোপণে যারা বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার দেয়া হয়।

- এই পুরস্কার চালু হয় **১৯৯৩ সাল** থেকে।
- এবছর বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান রাখায় ৬টি ক্যাটাগরিতে ১৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই পুরস্কার লাভ করেন।
- পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় ৬ ব্যক্তি ও ১২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
- অপরদিকে, ২০১৩ সাল থেকে প্রতিবছর শিল্প উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৩ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (পূর্বনাম রাষ্ট্রপতি কৃষি উন্নয়ন পদক) পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

**৪৯। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য কত?**

(ক) ১৮.৭৩ কিমি

(খ) ১৯.৭৩ কিমি\*

(গ) ২০.৭৩ কিমি

(ঘ) ২১.৭৩ কিমি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে।
- মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য **১৯.৭৩ কিমি।**
- এটি উদ্বোধন করা হয় ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩।
- এটি ঢাকার উত্তর থেকে দক্ষিণে বিকল্প সড়ক হিসেবে কাজ করবে।
- এর মূল রুট হলো হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক পর্যন্ত।
- এতে মোট ৪ টি লেন রয়েছে। এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলো বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
- দেশের ২য় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হবে চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে।

তথ্যসূত্রঃ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ওয়েবসাইট

**৫০। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার কোনটি?**

(ক) আনন্দ বিহার

(খ) সীতাকোট বিহার\*

(গ) ভাসু বিহার

(ঘ) ভোজ বিহার

**বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার হলো **সীতাকোট বিহার**।
- এটি দিনাজপুরে অবস্থিত।
- এটি ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়।
- অপরদিকে, আনন্দ বিহার কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত একটি বৌদ্ধ বিহার।
- ভাসু বিহার মহাস্থান গড়ে অবস্থিত একটি পুরাকীর্তি।
- ভোজ বিহার কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।